Contents

হজ্জ ও ওমরাহ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

www.ahlehadeethbd.org

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً،

অনুবাদ : আর আল্লাহ্র জন্য লোকদের উপর বায়তুল্লাহ্র হজ্জ ফরয করা হ'ল, যারা সে পর্যন্ত যাবার সামর্থ্য রাখে' *(আলে ইমরান ৩/৯৭)*।

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوْكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ–

অনুবাদ : 'আর তুমি জনগণের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা প্রচার করে দাও। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সকল প্রকার (পথশ্রান্ত) কৃশকায় উটের উপর সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত হ'তে' *(হজ্জ ২২/২৭)*।

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يآ أَيُّهَا النَّاسُ قَدَ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحُجُّوا، رواه مسلم–

অনুবাদ : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, হে জনগণ! তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করা হয়েছে। অতএব তোমরা হজ্জ কর' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৫০৫)*।

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

ভূমিকা (المقدمة)

হজ্জ ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম। সামর্থ্যবান মুমিনের জন্য যত দ্রুত সম্ভব ইসলামের এই রুক্ন আদায় করা ফরয। হজ্জ মুমিনকে যেমন আল্লাহ্র সান্নিধ্যে পৌঁছে দেয়, তেমনি তার আত্মিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সঙ্গে সঙ্গে হজ্জ মুসলিম উম্মাহকে আল্লাহ্র স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী মহাজাতিতে পরিণত হ'তে উদ্বুদ্ধ করে।

উল্লেখ্য যে, কোন নেক আমলই কবুল হয় না তিনটি শর্ত পূরণ করা ব্যতীত। (১) ছহীহ আক্বীদা (২) ছহীহ তরীক্বা ও (৩) ইখলাছে নিয়ত। অতএব শিরকবিমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের খালেছ নিয়তে ও পরকালীন মুক্তির স্বার্থে ছহীহ হাদীছ মোতাবেক ছহীহ তরীক্বায় হজ্জ করলেই কেবল তা আল্লাহ্র নিকট কবুল হবার সম্ভাবনা থাকবে।

সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা আমাদের সাধ্যমত ছহীহ হাদীছ মোতাবেক সংক্ষেপে পুস্তিকাটি প্রণয়ন করার চেষ্টা করেছি। বিনিময় স্রেফ আল্লাহ্র নিকটেই কামনা করি এবং আল্লাহ্র মেহমানদের নিকটে চাই প্রাণখোলা দো'আ। ভুল-ত্রুটির জন্য সর্বদা ক্ষমাপ্রার্থী। বিনীত-

লেখক।

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

হজ্জ ও ওমরাহ

হজ্জ-এর সংজ্ঞা (معنى الحج):

‘হজ্জ’-এর আভিধানিক অর্থ: সংকল্প করা (القصد)। পারিভাষিক অর্থ: আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাছিলের উদ্দেশ্যে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে শরী‘আত নির্ধারিত ক্রিয়া-পদ্ধতি সহকারে মক্কায় গিয়ে বায়তুল্লাহ যেয়ারত করার সংকল্প করা।

ওমরাহ-এর সংজ্ঞা (معنى العمرة):

‘ওমরাহ’-এর আভিধানিক অর্থ : আবাদ স্থানে যাওয়ার সংকল্প করা (الاعتمار), যিয়ারত করা। পারিভাষিক অর্থ: আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাছিলের উদ্দেশ্যে বছরের যেকোন সময় শরী‘আত নির্ধারিত ক্রিয়া-পদ্ধতি সহকারে মক্কায় গিয়ে বায়তুল্লাহ যেয়ারত করার সংকল্প করা।

হজ্জ-এর সময়কাল (أشهر الحج)**:**

হজ্জের জন্য নির্দিষ্ট তিনটি মাস হ'ল শাওয়াল, যুলক্বা'দাহ ও যুলহিজ্জাহ । এ মাসগুলির মধ্যেই যেকোন সময় হজ্জের ইহরাম বেঁধে বায়তুল্লাহ্র উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিতে হয় এবং ৯ই যিলহাজ্জ তারিখে আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করতে হয়। ৯ তারিখে আরাফাতের ময়দানে অবস্থান না করলে হজ্জ হবে না। পক্ষান্তরে 'ওমরাহ' করা সুন্নাত এবং বছরের যেকোন সময় তা করা চলে।[১]

হুকুম (حكم الحج والعمرة) **:**

নিরাপদ ও সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা সহ দৈহিক ও আর্থিকভাবে সামর্থ্যবান মুমিনের জন্য জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয।[২] অধিকবার হজ্জ বা ওমরাহ করা নফল বা অতিরিক্ত বিষয়'।[৩]

---

১. সাইয়িদ সাবিক্ব, ফিক্বহুস সুন্নাহ (কায়রো: দারুল ফাৎহ ৫ম সংস্করণ ১৪১২/১৯৯২), পৃঃ ১/৪৬২, ৫৪০।
২. আলে ইমরান ৩/৯৭; আবুদাঊদ হা/১৭২১।
৩. আবুদাঊদ, নাসাঈ, আহমাদ, আলবানী মিশকাত হা/২৫২০।

বারবার নফল হজ্জ ও ওমরাহ করার চাইতে গরীব নিকটাত্মীয়দের মধ্যে উক্ত অর্থ বিতরণ করা এবং অন্যান্য দ্বীনী কাজে ছাদাক্বা করা উত্তম।

৯ম অথবা ১০ম হিজরীতে হজ্জ ফরয হয়। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) এ মতকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তবে জমহূর বিদ্বানগণের মতে ৬ষ্ঠ হিজরীতে হজ্জের হুকুম নাযিল হয় এবং রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)* ১০ম হিজরীতে জীবনে একবার ও শেষবার সপরিবারে হজ্জ করেন।[৪] তিনি জীবনে মোট ৪ বার ওমরাহ করেন।[৫]

---

৪. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪৪২, ৪৪৪।

৫. মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/২৫১৮; **চারটি ওমরাহ :** (১) ৬ষ্ঠ হিজরীতে হোদায়বিয়ার ওমরাহ (عمرة الحديبية), যা পূর্ণ না হওয়ায় তিনি সন্ধি করে ফিরে যান (২) ৭ম হিজরীতে গত বছরের সন্ধি মতে ওমরাহ (عمـــرة القضـــاء) আদায় (৩) ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয় ও হোনায়েন যুদ্ধের পর গণীমত বণ্টন শেষে জি‘ইর্রা-নাহ হ’তে ওমরাহ (عمرة

ফযীলত (فضائل الحج والعمرة) :

مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، متفق عليه–

১. রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)* বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হজ্জ করেছে। যার মধ্যে সে অশ্লীল কথা বলেনি বা অশ্লীল কার্য করেনি, সে হজ্জ হ'তে ফিরবে সেদিনের ন্যায় (নিষ্পাপ অবস্থায়) যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল'।[৬]

(الجعرّانة) আদায় এবং (৪) সবশেষে ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের সাথে একত্রিতভাবে ওমরাহ আদায়। সবগুলিই তিনি করেছিলেন যুলক্বা'দাহ মাসে'। উক্ত হিসাবে দেখা যায় যে, তিনি পৃথক ও স্বতন্ত্রভাবে কেবল দু'টি ওমরাহ করেছেন। একটি ৭ম হিজরীতে এবং অন্যটি ৮ম হিজরীতে। সম্ভবতঃ একারণেই ছাহাবী বারা বিন আযেব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর হজ্জের পূর্বে দু'টি ওমরাহ করেছেন যুলক্বা'দাহ মাসে' *(বুখারী, মিশকাত হা/২৫১৯)*।

৬. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৫০৭।

اَلْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِّمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ، متفق عليه–

২. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘এক ওমরাহ অপর ওমরাহ পর্যন্ত সময়ের (ছগীরা গোনাহ সমূহের) কাফফারা স্বরূপ। আর কবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত কিছুই নয়’।[৭]

কবুল হজ্জের নিদর্শন (علامات الحج المبرور):

‘হাজ্জে মাবরূর’ বা কবুল হজ্জ বলতে ঐ হজ্জকে বুঝায়, (ক) যে হজ্জে কোন গোনাহ করা হয়নি এবং যে হজ্জের আরকান-আহকাম সবকিছু (ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক) পরিপূর্ণভাবে আদায় করা হয়েছে। (খ) হজ্জ থেকে ফিরে আসার পর পূর্বের চাইতে উত্তম হওয়া এবং পূর্বের গোনাহে পুনরায় লিপ্ত না হওয়া’।[৮] আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)

---

৭. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫০৮।
৮. ফৎহুল বারী ৩/৪৪৬; হা/১৫১৯-এর ব্যাখ্যা।